R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228 Regd. No.—WB/MSD—4

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
রঘুনাথগঞ্জ :: ফোন নং-৬৬-২২৮

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** (দাদাঠাকুর)

এপিকের গো-খাদ্য
সুপার হিমুলদানা
এবং মুরগী, মাছের খাদ্য বিক্রেতা
পুরুষোত্তম খাদ্য ভাণ্ডার
(ওয়েষ্ট বেঙ্গল ডেয়ারী পোলট্রি ডেভেলপমেণ্ট করপোরেশন লিঃ অনুমোদিত)
মিঞাপুর কালী মন্দিরের সম্মুখে
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৮১শ বর্ষ ২৪শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১৫ই কার্ত্তিক বুধবার, ১৪০১ সাল। ১লা নভেম্বর, ১৯৯৪ সাল। | নগদ মূল্য : ৫০ পয়সা বার্ষিক ২৫ টাকা

ফ্রন্টের অভ্যন্তরীণ বিরোধে কানুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত বিপাকে

বিশেষ প্রতিনিধি : কানুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান রাধাগোবিন্দ মন্ডলকে (আর এস পি) সরিয়ে দেবার চক্রান্ত করছে ফ্রন্টের অপর শরিক দল সি পি এম বলে আর এস পির মধ্যে কানাঘুষা চলছে। সেটা বর্তমান পরিস্থিতিতে অসম্ভব নয় সি পি এমের পক্ষে। কানুপুর পঞ্চায়েত বোর্ডে দলগত সদস্য হল আর এস পি ৭, সি পি এম ৮, ফঃ ব্লক ১ ও বিজেপি ২ এবং কংগ্রেস ৭ জন। ফঃ ব্লক ১ ও বি জে পি ২ এই তিনজন নিয়ে এবং সি পি এমের সমর্থনে আর এস পি বোর্ড গঠন করে ও আর এস পির রাধাগোবিন্দ মন্ডলকে প্রধান নির্বাচিত করা হয়। উপপ্রধান হন সি পি এমের আসগার সেখ (ছোট)। রাধাগোবিন্দবাবু একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি বলে নাম আছে এবং তাঁর প্রতি সি পি এমেরও আস্থা আছে। তবে বর্তমানে মনোমালিন্যের কারণ উন্নয়নমূলক খাতের মঞ্জুর হওয়া অর্থের সদ্ব্যবহার নিয়ে। রাধাগোবিন্দবাবু চান মঞ্জুরীকৃত অর্থ দলমতনির্বিশেষে সদস্যদের মধ্যে সমবন্টিত হোক এবং সদস্যরা নিজ নিজ অঞ্চলের প্রয়োজনীয় উন্নয়নে কাজ করার দায়িত্ব নেন। কিন্তু সি পি এম চাইছেন তা না করে অঞ্চলের উন্নয়নমূলক কাজের গুরুত্ব অনুযায়ী স্কীম ও এস্টিমেট করে আশু প্রয়োজনীয় কাজগুলি করা হোক। এ নিয়ে যে মতপার্থক্য তাতে যে কোন কারণেই হোক অনুপ্রাণিত হয়ে বি জে পির দুই সদস্য ঘোড়শালার গৌর হালদার ও এক মহিলা এবং ফঃ ব্লকের আনন্দ মাঝি সি পি এমকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাধাগোবিন্দবাবুকে অপসারিত করে ছোট আসগারকে প্রধান করতে সি পি এমকে উৎসাহিত করেন। এই প্রতিনিধি সি পি এমের ক্ষমতাশালী এক প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলে তাঁর মতামত জানতে চাইলে তিনি বলেন, অন্য দলের কোন সদস্য তাঁর দলকে কোন ব্যাপারে সমর্থন করলেই যে বোর্ডকে (৩য় পৃষ্ঠায়)

একজন ছাত্রসহ বেশ কয়েকজন গ্রেপ্তার
ব্যাপক পুলিশী তৎপরতায় বাঁধের ধার আপাতত শান্ত

জঙ্গিপুর : দুদল দুষ্কৃতির ঘাট দখলের লড়াই-এ বৃষ্টির মত বোমা বর্ষণের পর এস পির আগমনে স্থানীয় পুলিশ বাধ্য হয়ে তৎপর হন। পুলিশ ক্যাম্প বসে। রঘুনাথগঞ্জ থানার ওঁসকে ওখানের ক্যাম্পে বসিয়ে এস পি অবস্থা আয়ত্বে আনার আলটিমেটাম দিয়ে যান। তার ফলে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত ২১টি তাজা বোমা সমেত মোট ১৭ জনকে ধরা হয়েছে। এছাড়া আগের ওয়ারেন্টে আসামী খোট্টাপাড়ার দু'জন ঘোষকে ৩১ অক্টোবর পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ঘনঘন বাড়ীঘর তল্লাসী চালানোর ফলে দুষ্কৃতিরা গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে। খেজুরতলার সালাম সেখ ও রাধানগরের ম্যাক্সিম সেখ যারা ছিল এ অঞ্চলের মানুষের ত্রাস তারাও পুলিশের ভয়ে গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র আত্মগোপন করেছে বলে জানা যায়। পুলিশ তৎপর হওয়ার ফলে আপাতত ঐ অঞ্চল শান্ত হয়েছে বলে গ্রামবাসীদের কাছে জানা যায়। সর্বশেষ খবর ১৭ জন ধৃত দুষ্কৃতির মধ্যে জনৈক মন্টু সেখ জঙ্গিপুর হাই মাদ্রাসার নবম শ্রেণীর ছাত্র। পুলিশী তৎপরতায় মোট ৩৮ জন ধৃত হয়েছে। বোমা ছাড়াও একটি পিস্তল ও গুলি পুলিশ উদ্ধার করে বলেও জানা যায়। শ্রীধরপরের নৈমুদ্দিনের বাড়ীতে মাটিতে পুঁতে রাখা ২১টি তাজা বোমাও পুলিশ আটক করে বলে গ্রামবাসী সূত্রে খবর।

পর পর তিনটি বাসকে আক্রমণ করে তৃতীয় বাসে লুটপাট

অরঙ্গাবাদ : গত ২৬ অক্টোবর রাত একটা নাগাদ সুতী থানার সাজুর মোড়ের কাছে দুষ্কৃতিরা ৩৪নং জাতীয় সড়কে মাটি দিয়ে বাম্পার তৈরী করে বাস আটকাবার চেষ্টা করে। প্রথমে একটি ফরাক্কামুখী ভুটানের বাস বাধা অগ্রাহ্য করে বেড়িয়ে গেলে সেটি লক্ষ্য করে দুবৃর্ত্তরা বোমা ছোঁড়ে। চালক আহত হয়েও বাস চালিয়ে ফরাক্কা পেঁছান ও হাসপাতালে ভর্তি হন। দ্বিতীয় নর্থ বেঙ্গল ট্রান্সপোর্টের আর একটি বাসকেও (শেঃ পৃঃ)

দুই ভায়ের কাছ থেকে দুটি সোনার বিস্কুট উদ্ধার

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৩০ অক্টোবর জঙ্গিপুর কান্টমস্ স্থানীয় সিনেমা হাউসের কাছে কৃষ্ণশাইল গ্রামের দুই ভাই আলাউদ্দিন এবং বদরুদ্দিন সেখকে আটক করে তাদের কাছ থেকে দুটি সোনার বিস্কুট উদ্ধার করে। বিস্কুট দুটির ওজন ২৩২.৮০০ গ্রাম, দাম ৫৭,০৩৬ টাকা। ৩১ অক্টোবর দুই আসামীকে পৃথক দুটি মামলায় এস ডি জে-এম কোর্টে চালান দিলে কোর্ট তাদের জামিনের আবেদন না মঞ্জুর করেন। এবং ১১ নভেম্বর পর্যন্ত জেল হাজতে রাখার আদেশ দেন।

মহিলা কলেজের দাবীতে ছাত্রপরিষদ

ধুলিয়ান : এখানে একটি মহিলা কলেজের দাবী তুলে ছাত্র পরিষদের লোকাল কমিটি আন্দোলন শুরু করেছেন। গত ১৮ সেপ্টেঃ একটি শিলান্যাস অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ মন্ত্রী অর্জুন সিং এর কাছে তাঁরা স্মারকলিপি দেন। মন্ত্রী (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার, শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
গার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার? মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর কি কি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই কার্তিক বুধবার, ১৪০১ সাল।

কালীপূজা সার্ব্বজনীন মিলনোৎসব

বাঙালীর শ্রেষ্ঠ পূজা দুইটি। একটি শরৎকালে, একটি শরৎ শেষে হেমন্তে। একটি দুর্গা, অপরটি কালী। ব্যয়ের অঙ্কে একটি ধনী, অর্থশালী, রাজরাজারার পক্ষেই সম্ভব। অপরটি দীন দুঃখী, ভিখারী, চালচুলোহীন শ্মশান-বাসীর পক্ষে সহজে করণীয়। দুটিই অশুভ শক্তিকে পরাভূত করে শুভ শক্তির বিজয় অভিযানের প্রতীক। দুই দেবীর পোষাক আশাকের পার্থক্যেই প্রতীয়মান হয় ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য। দেবী দুর্গা সর্বালঙ্কার ভূষিতা। তাঁর ভোগরাগেও অর্থ কৌলীণ্য প্রকট। দেবী কালিকা উলঙ্গিনী, সাজসজ্জার পরিপাটি নাই। রত্নালঙ্কারের পরিবর্তে বন-কুসুমের মালায় সজ্জিতা তাঁর সর্ব অঙ্গ। শ্মশানের শবশির শবহস্ত তাঁর প্রিয় অলঙ্কার। প্রসাধনবিহীন তাঁর কেশ। তিনি এলোকেশী। বন্য উগ্রতা তাঁর চক্ষুতে, আননে, সর্ব অঙ্গে। তিনি বাহনবিহীনা। তাঁর চতুর্দিকে দেবমণ্ডলী নাই, আছেন অতি সাধারণ নীচ শ্রেণীর ডাকিনী, পিশাচিনীরা। শ্মশানবাসী শিবাকুল তাঁর নিত্যসঙ্গী। ভক্ত-কুলের অতি সাধারণ ফলমূলে, পানীয়েই তিনি তৃপ্তা। তাঁর আরাধনায় ব্যয়ের অঙ্ক অতি সাধারণ। তিনি সত্যই মা। দীন-দরিদ্র, গৃহহীন, সমাজহীন হৃতসর্বস্বেরও তিনি জননী। তিনি একাধারে পরমস্নেহময়ী জননী, আবার উগ্র-শক্তিময়ী অসুরনাশিনী। সন্তানের মঙ্গলার্থে মা মহাকালী অশুভ অসুর শক্তিকে দমন করেন উগ্রচণ্ডা মূর্তিতে। আবার বরাভয়দান করেন আপন সন্তানদের। বিলাস আলোকসজ্জার প্রতি তাঁর কোন স্পৃহা নাই। কর্মব্যস্ত সন্তানের সুবিধার্থে দিবসে তিনি পূজা চাহেন না। কর্মশেষে বিশ্রামের পর, রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে তাঁর পূজার আয়োজন। সামান্য প্রদীপের আলোই তাঁর মহা-প্রিয়। প্রাচুর্য্যহীন আরাধনা, বিলাসবর্জিত আরাধনার এই যে বৈশিষ্ট্য ইহাই সত্য সত্য সার্বজনীন আরাধনা। বাঙালীর ঘরে ঘরে ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে, উচ্চ নীচ ভেদাভেদ-বিহীন, মহাশক্তির আরাধনা তাই এত প্রিয়। সেই মহানন্দের বহিঃপ্রকাশে ঘরে ঘরে হয় দীপাবলীর আলোক সজ্জা। এ এক প্রাণের পূজা, সত্যকারের মায়ের পূজা। মহাকালী মা। তিনি ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয়ের, বৈশ্যের এমন কি চণ্ডালেরও মা। শুচিতা অশুচিতার বালাই নাই এই মাতৃ আরাধনায়, তাই মহাশ্মশানের বুকেও তাঁর পূজাবেদী। সর্ব শ্রেণীর সর্ব বর্ণের মানুষের একত্রিত অঞ্জলি গৃহীত হয় মাতৃ চরণে। কালীপূজার মাধ্যমে তাই বাঙালী মনের জাতপাতের ভেদবিহীন, সার্বজনীন মহাভাবের রূপটি ধরা পড়ে। বাঙালীর এ এক অনবদ্য সৃষ্টি। এ এক বর্ণ ভেদহীন সার্ব-জনীন মিলনোৎসব।

জলঙ্গী থেকে ফিরে—

অনুপ ঘোষাল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

জলঙ্গীর পথে যেতে যেতে দেখলাম খরা। হ্যাঁ, এত ভাঙন ; কিন্তু বৃষ্টি নেই। পদ্মার চার পাঁচ কিলোমিটার দূর দিয়ে সমান্তরাল রাস্তা ধরে এগোচ্ছি। মাঠ ফেটে গেছে। পদ্মায় জলোচ্ছ্বাস, ভাঙন। আর এ পথের দু'পাশে পাট পচাবার জল নেই। হাঁটুজলে আধপচা পাটগাছ বাসের চাকার নিচে থেঁতো করে নিচ্ছে ছাড়াবার জন্য। সবুজ ধানের সুতীব্র তৃষ্ণা। অথচ তিন মাইল দূরেই জলে সব হাবুডুবু। বহুদিন পর আজকের আকাশে কালো মেঘ দেখে চাষীদের মুখে হাসি ফুটেছে আর সেখানকার মানুষের চোখে নতুন সর্বনাশের আতঙ্ক। জলঙ্গীতে পৌঁছবার জন্য ভিন্ন ধরনের মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল। চমকে উঠলাম। দিগন্তবিস্তৃত থৈ থৈ জল। জলের মধ্যে মেঘের ছায়ায় কোথাও সে কালো, কোথাও সূর্যালোকে গৈরিক স্রোত। সেই স্রোতের মধ্যে দূরে কোন নৌকা বা উড়ন্ত পাখির নিচের জলকে আঙুল দেখিয়ে স্থানীয় লোকজন বললেন, 'ঐ ঐখানে ছিল থানা। ঐটার পিছনে ছিল আমাদের স্কুল। হ্যাঁ কটাদিন আগেই। ঐখানটায় ছিল কাদের সেখের তিনতলা বাড়ি, ৪০ খানা ঘর ছিল। সত্যি !' কিছু নেই। জল আর জল। আশপাশে যে কখানা বাড়ী দাঁড়িয়ে আছে সেগুলোরও দর্জা-জানালা খুলে নেয়া হচ্ছে। ইট ছাড়িয়ে চাপানো হচ্ছে রিক্সা-ভ্যানে। উদয় নন্দীদের বিশাল দোতলা বাড়িটা এখনও পঞ্চাশ গজ দূরে। তবু ভেঙে নেয়া হচ্ছে যতটা পারা যায়। ভাই বিজয় নন্দী নতুন বাড়ি করছিলেন পাশেই। দেয়ালে কাঁচা সিমেন্টের নতুন নকশা। কদিন আগেই প্লাষ্টার হয়েছে। ঐ নতুন বাড়ি কি ভাঙা যায়। যাক, ভয়ঙ্করী পদ্মামার ভোগে চলে যাক নবনিকেতন।

এ ভোগে শুধু বাড়িঘর তো নয়, গেছে ছ'সাতটি গ্রামের হাজার হাজার বিঘে জমিজিরেত। ক্ষতির পরিমাণ কম করে দু'কোটি টাকা। পদ্মার খিদে এখনও মেটে নি। দু'তিন দিন পর আবার ভাঙছে। দু'দিন 'জিরেন' কারণ তলায় মাটিকাটা চলে। তারপর হঠাৎ ঝপঝপ সব শেষ। যাঁদের বাড়ি যাবে দু'পাঁচদিন পরে তাঁরা সব বিক্রির চেষ্টায় আছেন যে কোন দামে। দু'লাখ টাকার বাড়ি পাঁচ হাজারে। ভাঙা ইঁট কাঠের দাম আর কি ! বিক্রিতে দেরি হলেই দাম কমে যাচ্ছে হু হু করে। অনেকেই জিদের বশে বা শোকে-দুঃখে দু'পাঁচ হাজার হাতে ধরছেন না। গেল যখন সব যাক। পকেটে লাখখানেক টাকা নিয়ে গিয়ে যে কেউ বিশখানা অট্টালিকার মালিক হতে পারেন সেখানে। অন্ততঃ দু দিনের শাহেনশা।

চারিদিকে মানুষ। লোকে লোকারণ্য। ইসলামপুর, বহরমপুর, মালদা, কৃষ্ণনগর এমন কি কলকাতা থেকেও মানুষজন আসছেন দল বেঁধে। ট্যুরিষ্ট বাস হাজারদুয়ারি যাচ্ছিল, ষ্টিয়ারিং ঘুরিয়ে এখন পদ্মা। ট্রাক-টেম্পো ঠেসে মানুষ আসছে। সকলের মধ্যেই বোধ হয় এক ধরনের 'স্যাডিজম্' কাজ করে। মানুষ কত দুঃখে পড়েছে, যাই একবার দেখে আসি গে ! কান্দীর টর্ণেডোর সময়ও এমন দৃশ্য দেখেছি। সর্বনাশের চত্বরে ট্যুরিষ্ট স্পট। খাবার দোকান, চায়ের ষ্টলে লাইন লেগে গেছে। পদ্মার গায়ে বাবলু হালদারের দোকানে বসেছিলাম। বহরমপুরে দেখে এসেছি সিঙ্গাপুরি কলা ৩ টাকা ডজন, এখানে টাকায় দুটো। জিজ্ঞেস করলাম, 'বিক্রি কত হয় ?' হেসে বাবলু জবাব দিলেন, দিনে আড়াই তিন হাজার। এ আর কটাদিন ! তারপর এ দোকান মা পদ্মাকে উচ্ছগগ করে চলে যাব।'

পিছিয়ে নেই স্থানীয় কিশোর যুবকরাও। কুপন ছাপিয়ে ট্যুরিষ্টদের পাকড়াচ্ছেন। নীল, হলুদ, সবুজ, লাল—এক এক দলের হাতে এক এক রঙের কুপন। দু'পাঁচ টাকা ঝাড়ুন ! না দিলে কব্জি চেপে বলছেন, 'মজা দেখতে এয়েচেন, ট্যাক্সো দেবেন না ? সিনেমা দেখতেও তো পয়সা লাগে। এ জ্যান্ত সর্ব-নাশের ছবি, চার্জ বেশী।' এমন মোকা আর কি পাওয়া যাবে ! (চলবে)

গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক প্রাঃ শিক্ষকদের বেতন দিলেন না

মনিগ্রাম : স্কুল বোর্ডের এ্যাডভাইস ৬ সেপ-টেম্বর পাওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ১০ সেপটেম্বর পর্যন্ত প্রাঃ শিক্ষকদের বেতন দেননি বলে শিক্ষকরা অভিযোগ তুলেছেন। তাঁরা বলছেন এই ব্লকেরই এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক ও মুর্শিদাবাদ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ১০ সেপটেম্বরের মধ্যে সকল শিক্ষকের বেতন বিলি করলেও স্থানীয় গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক কেন বেতন দিলেন না তা তাঁরা বুঝতে পারছেন না।

ধুলিয়ান পৌরসভা

ধুলিয়ান ।। মুর্শিদাবাদ

ধুলিয়ান পুর এলাকার সম্প্রসারণ সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুর বিষয়ক দপ্তর West Bengal Municipal Act, 1993 (Wesl Ben. Act XXII of 1993) এর ৯ নং ধারার (সি) উপধারা এবং ৪নং ধারা মোতাবেক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ সালের ৪৮৭/সি-৪/এম-১-এম-১৪/৯৪ নং বিজ্ঞপ্তিবলে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ধুলিয়ান পুর এলাকা সংলগ্ন নিম্নে তপশীলে বর্ণিত এলাকা, যাহার জনবসতি প্রতি বর্গ কিমি ৭৫০ এর অধিক এবং যে এলাকার অর্ধেকের বেশী প্রাপ্ত বয়স্ক লোক কৃষিকার্য ছাড়া অন্যান্য পেশাগত কার্যে নিযুক্ত। ধুলিয়ান পুর এলাকা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে অন্তর্ভুক্তির ইচ্ছা প্রকাশ করা হইয়াছে।

ধুলিয়ান পুর এলাকা এবং প্রস্তাবিত অন্তর্ভুক্তি এলাকায় বসবাসকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তি-বর্গের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি থাকিলে তাহা লিখিতভাবে জেলা শাসক, মুর্শিদাবাদ মহোদয়কে সরকারী গেজেট প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাস মধ্যে জানাইলে তাহা বিবেচিত হইবে।

তপশীলি (The Schedule)

মৌজা—অনুপনগর, জে, এল নং—৯০

	সিট নং	হইতে	পর্যন্ত	মোট
i)		১	৯৯৬	অস্পষ্ট
ii)		১৫০১	১৫২৮	—
		১৫৩০	১৫৪১	১২
		১৫৫৪		১
		১৯০৭	১৯১০	—
		১৯১৩	১৯৫৭	—
		১৯৫৯	১৯৬৫	—
		১৯৭৪	১৯৮০	—
		২০২৯		১
		২২১০	২৩৫১	২৭৭
		২৩৫৩	২৪৮৬	—
		২৪৮৯	২৪৯৩	৫
		২৪৯৬	২৫১১	—
		২৫১৫	২৫৩৮	৪৩
iii)		৩০২০	৩০৫৮	৩১
		৩১১০	৩১৪৯	—
		৩১৬৫	৩২১০	৪৬
		৩২১৮		১
		৩২৩৬, ৩২৩৮	৩৩০১	অস্পষ্ট
		৩৩২১	৩৩২৬	৬
		৩৩৬৯	৩৩৭০	২
		৩৩৭২	৩৬৭৮	অস্পষ্ট
iv)		৪১০৫	৪১৬০	ঐ
		৪২৩১	৪২৬৪	৩৪
		৪২৬৮	৪৩৭২	অস্পষ্ট
		৪৪০৪		—
		৪৪০৫	৪৪৮৫	—
		৪৫৪১	৪৭২০	—

তাং—২৮শে সেপ্টেম্বর
ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ

শ্রীতরুণ সেন, পৌরপিতা
ধুলিয়ান পৌরসভা

মেমো নং—২০৯ তাং ২৮-১০-৯৪

পঞ্চায়েত বিপাকে (১ম পৃষ্ঠার পর)

উল্টে দেবার প্রচেষ্টা হচ্ছে এ মনে করা ভুল। তাঁরা কোনভাবেই রাধাগোবিন্দবাবুর মত একজন বিচক্ষণ মানুষকে অপসারণের চিন্তা করছেন না এটা দ্বিধাহীন ভাষায় বলতে পারি। তবে একথাও ঠিক আমরা উন্নয়ন-মূলক কাজের ব্যাপারে আমাদের সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার জন্য ভোটাভুটিতে জিতবার চেষ্টা নিশ্চয়ই করবো, বোর্ড উল্টাতে নয়। এই প্রতিবেদকের মনে হয়েছে সি পি এমের এ কথা খুব একটা বেঠিক নয়। কেননা সি পি এমের বোর্ড ভাঙ্গার চিন্তা রাজনৈতিক হঠকারিতা হয়ে যেতে পারে। কেননা যে সব সদস্য রাধাগোবিন্দবাবুর অপসারণ চাইছেন তাঁরা যদি তাঁদের মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে হঠাৎ কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলান তবে আর এস পি ও সি পি এম এক না হলে তাঁদের হাত থেকে বোর্ড কংগ্রেসে চলে যাবে এটা নিশ্চিত। তার উপর পার্শ্ববর্তী গ্রাম পঞ্চায়েত জরুর, দফরপুরে আর এস পির মদত ছাড়া সি পি এম বোর্ডও টিকতে পারবে না। উন্নয়ন কাজে মঞ্জুরীকৃত অর্থ নিয়ে পঞ্চায়েতেই শুধু নয় পঞ্চায়েত সমিতির বিরুদ্ধেই অভিযোগ উঠেছে। রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের ১২ জন ঠিকাদার এক লিখিত অভিযোগে জানিয়েছেন জেলা পরিষদ সভাধিপতির কাছে যার কপি তাঁরা দিয়েছেন এস ডি ও জঙ্গিপুর ও জেলা শাসক মুর্শিদাবাদকে। তাঁরা অভিযোগ এনেছেন—১নং পঞ্চায়েত সমিতি তাঁদের মেমো নং ২১ (১৮) /ই-ইউ/পি এস এ ১৮টি কাজের জন্য টেন্ডার চেয়েছেন। কাজের জন্য খরচ হবে ২২ লক্ষ টাকা। এই ঠিকাদারদের অভিযোগ তাঁরা টেন্ডার দাখিল করলেও তাঁদের টেন্ডার বাতিল করে বিশেষ বিশেষ ঠিকাদারকে সব কাজ দিয়ে দেবার চেষ্টা চলছে। ঠিকাদারদের এই অভিযোগ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে রঘুনাথগঞ্জ-১ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি মুক্তি ধর এই প্রতিবেদককে বলেন—যে কাজের জন্য ঐ টাকা মঞ্জুর হয়েছে সেগুলি সবই পুরনো অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করার জন্য দেওয়া হয়েছে এবং নভেম্বরের মধ্যে কাজ শেষ করে ফেলতে হবে। সে কারণে স্থায়ী কমিটি টেন্ডার চাওয়া, পরীক্ষা করা প্রভৃতি বিলম্ব এড়াবার জন্য ঠিক করেন পুরনো ঠিকাদাররা যাঁরা ঐ কাজ করেছিলেন তাঁরা যদি পুরনো রেটে ঐ কাজ করতে চান তবে তাঁদেরই কাজ দেওয়া হবে। সেই অনুযায়ী যে সব ঠিকাদার রাজী হয়েছেন—তাঁদেরই কাজ দেওয়া হয়েছে। এবং নতুন করে কোন ঠিকাদারকে ভার দেওয়া হয়নি।

চিকাগো ধর্মমহাসভায় শতবর্ষ পূর্তি

রঘুনাথগঞ্জ ঃ স্থানীয় রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম জানাচ্ছেন তাঁদের পরিচালনায় আগামী ২৮ ও ২৯ জানুয়ারী এখানে চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের যোগদানের শতবর্ষ পূর্তি উৎসব হবে। এ ব্যাপারে সব ভার দেওয়া হয়েছে একটি কমিটিকে।

এস এফ আই থেকে পি এস ইউতে

ধুলিয়ান ঃ স্থানীয় হাই স্কুলের এস এফ আই এর সম্প দকসহ কয়েক জন পি এস ইউতে যোগদান করেছেন বলে জানা যায়। পি এস ইউ এর সম্পাদক মোক্তার হোসেনের নেতৃত্বে একটি মিছিল কাঞ্চনতলাসহ এ অঞ্চলের বিভিন্ন স্কুলগুলির সমস্যা সমাধানের দাবী নিয়ে শহর পরিক্রমা করেন।

বাড়ী বিক্রয়

জঙ্গিপুর পুরসভার ৬নং ওয়ার্ডে বালিঘাটা কালী মন্দিরের পশ্চিম রাস্তার উপর পাঁচ কাঠা জমি সহ ৮ কুঠরীযুক্ত দ্বিতল বাড়ী বিক্রয় হইবে। ক্রয়েচ্ছুক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন—

শ্রীসুকুমার কর্মকার
শ্রীমা ইলেকট্রনিকস্
ফুলতলা মোড়, রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

ইন্টারন্যাশানাল ইয়ুথ হোষ্টেল এ্যাসোসিয়েশনের সভ্যপদ পেলেন করুণাময় দাস

মিজাপুর ঃ স্থানীয় নবভারত স্পোর্টিং ক্লাবের সম্পাদক করুণাময় দাস এ বছর ইন্টারন্যাশানাল ইয়ুথ হোষ্টেল এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য মনোনীত হলেন। এ্যাসোসিয়েশন সারা বিশ্বে ব্যবহার করতে পারবেন এমন এক পরিচিতি পত্র দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেছেন বলে জানা গেল।

পলু চাষের উন্নতিতে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান

রঘুনাথগঞ্জ ঃ ফরাক্কায় পলু চাষের জন্য ৫০০ একর জমির উপর আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। শিল্পপতি আর এন কাজারিয়া জঙ্গিপুর মহকুমায় রেশম শিল্পের উন্নয়নের সম্ভাবনা দেখে কারখানা গড়তে আগ্রহী হয়েছেন। ভূমি মহকুমা শাসক শুভেন্দু সেনের প্রচেষ্টায় দ্রুত জমি অধিগ্রহণ হয় বলে জানা যায়। জেলা সভাধিপতি নৃপেন চৌধুরী, ফরাক্কা ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজার এই কাজে সহায়তা করেছেন। শিল্পবিহীন মহকুমায় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রেশম শিল্পের উন্নতিতে কাজারিয়া এন্ড কোম্পানী কারখানা গড়ছেন।

বাঘড়া নন্দী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ॥ গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ২২৯

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য ভসর থান, কোরিয়াল, জামদানি জোড়, পাঞ্জাবির কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

তৃতীয় বাসে লুটপাট (১ম পৃষ্ঠার পর)

রাস্তা পার হয়ে চলে যেতে দেখে দুবৃত্তরা বোমা ছুঁড়লে বাসটির কাঁচের জানালা ভেঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সেটি চলে যেতে সক্ষম হয়। এবার মরিয়া হয়ে দুবৃত্তরা তিন নম্বর আর একটি নর্থ বেঙ্গল ট্রান্সপোর্টের বাসের উপর আক্রমণ চালায়। বোমা লেগে চাকা ফেটে গেলে বাসটি থেমে যায়। দুবৃত্তদের বাধা দিতে যাত্রীরা জানলার কাঁচের সাটার বন্ধ করে দুয়োর আটকিয়ে দাঁড়ায়। দুবৃত্তরা তখন জানালা ভেঙ্গে বাসে ঢোকে ও যাত্রীদের কাপড় চোপড়, হাতঘড়ি প্রভৃতি ও কিছু নগদ টাকা লুটে নিয়ে বেরিয়ে যায়। কাঁচের জানলায় আঘাত লেগে একজন দুবৃত্ত জখম হলেও পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এই সময় পেট্রোল পুলিশ এসে পড়ে ও আহত ডাকাতের রক্তের দাগ অনুসরণ করে কিছুটা দূরে মাঠের ঝোঁপে চোরাই কাপড়-চোপড় দেখতে পায়। যাত্রীদের কথামত জানা যায় দলে ১৪/১৫ জন দুবৃত্ত ছিল। পুলিশ সন্দেহক্রমে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে বলে খবর। উল্লেখ্য মালদহ ও মুর্শিদাবাদের মধ্যে ৩৪নং জাতীয় সড়কে বাস ডাকাতি বৃদ্ধি পাওয়ায় উভয় জেলার পুলিশ সতর্ক হয়ে পেট্রোল বাড়িয়েছে। স্থানে স্থানে এমবুশ্ সাদা পোষাকের গার্ড ও রেখেছে। উভয় জেলার পুলিশ সন্দেহভাজন দুবৃত্তদের ছবিসহ একটি তালিকাও প্রস্তুত করে রাতের বাসগুলিতে তল্লাসী চালাচ্ছে। এর ফলে যাত্রী সেজে বাসে উঠে বাস থামিয়ে ডাকাতির সংখ্যা কমেছে। কিন্তু দুবৃত্তরা এখনও পথের উপরে ব্যারিকেড করে বাস থামিয়ে বা বোম চার্জ করে ডাকাতির চেষ্টা করছে।

মহিলা কলেজের দাবীতে (১ম পৃষ্ঠার পর)

এ ব্যাপারে সচেষ্ট হবার আশ্বাস দেন। গত ২৭ সেপ্টেম্বর বহরমপুরে ছাত্র পরিষদের এক অনুষ্ঠানে রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি সৌমেন মিত্র ও ছাত্র পরিষদ সভাপতি তাপস রায় এবং ব্লক ছাত্র পরিষদ সভাপতি সঞ্জয় জৈন এ বিষয়ে একমত হয়ে সরকারের কাছে দাবীপত্র পাঠান বলে জানা যায়। তাঁরা মহিলা কলেজের দাবীতে জেলা ব্যাপী আন্দোলনের জন্য তৈরী হচ্ছেন বলেও জানান।

হক ফার্মেসী

রঘুনাথগঞ্জ (গাড়ীঘাট) মুর্শিদাবাদ

(বৃহস্পতিবার বন্ধ)

নিম্নলিখিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।

১। জেনারেল সার্জেন।
২। স্নায়ু ও মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ।
৩। নাক, কান ও গলা বিশেষজ্ঞ।
৪। দাঁত ও মুখ রোগ বিশেষজ্ঞ।
৫। প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ।
৬। শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ।
৭। চক্ষু রোগ বিশেষজ্ঞ।
৮। চর্ম, যৌন ও কুষ্ঠ রোগ বিশেষজ্ঞ।

বিঃ দ্রঃ—এছাড়া অন্যান্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তালিকা পরে জানানো হবে।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।